দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ২

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ফলাফল বিপর্যয়ের নেপথ্যে

নাহিম উল আলম

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। গত বছরের তুলনায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বাড়লেও, পাসের হার হ্রাস পাবার বিষয়টি নিয়ে নানা মত পাওয়া গেছে। এবারও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ছাত্রছাত্রীই পাস করেনি। যা গত বছরে ছিল ৪৯টি। ফলাফলের এসব পরিসংখ্যান এখনো শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক মহলে তেমন কোন স্বস্তি দিতে পারছে না। তবে নকল এখন দক্ষিণাঞ্চলে অনেকটাই অতীত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ বছর বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে ৫২ হাজার ৯৫১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৬৩৫ জন পরীক্ষার্থী সরে দাঁড়ায়। ৫২ হাজার ৩১৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে মাত্র ২২ হাজার ৭০৮ জন। যার মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৮২ জন। যা মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর মাত্র দশমিক ৭৩ ভাগ। জিপিএ-৫ পাওয়া এসব পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগেরই ৩৩৪ জন। এছাড়া বাণিজ্য বিভাগ থেকে মাত্র ৩২ জন ও মানবিক বিভাগে ১৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবারের এএসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগের ফলাফল অত্যন্ত হতাশাজনক। মাত্র ৩৪.৬৬% পরীক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার ৪২.৫৯%। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৬৬.৭৮%। বিজ্ঞান বিভাগের পাসের এ সাফল্যই বরিশাল বোর্ডের সার্বিক সাফল্যকে কিছুটা হলেও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে একটি বিষয় এবারও পরিষ্কার হয়েছে যে, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান এবং বিদ্যালয়ে পড়ালেখার প্রতি শিক্ষকদের নিবিড় নজরদারি এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেনি। অন্তত তারা দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। অথচ শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে বরিশাল অঞ্চল সারাদেশের মধ্যেই এগিয়ে। কিন্তু গত কয়েকটি বছর ধরে সরকার পাবলিক পরীক্ষাগুলোকে নকলমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করার পর থেকেই দেশের অন্যান্য এলাকার মত দক্ষিণাঞ্চলের বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্রছাত্রীর পাসের হার শূন্যের কোঠায় থাকলেও এখনো তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মূলত সারাদেশের মত দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও এখন লেখাপড়া প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারনির্ভর হয়ে পড়েছে। ফলে গরীবের জন্য লেখাপড়াও সোনার হরিণ হয়ে উঠেছে। অথচ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়া বলতে যা বোঝায়, তা এখনো অনুপস্থিত। যদিও এবার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল ফলাফল করেছে, তার বেশীরভাগই নামী ও বড়লোকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শহরের তুলনায় গ্রামের তুলগুলোর ফলাফলও খারাপ। কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটরনির্ভর। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের ভাল ফলাফলের ক্ষেত্রে এখন তুলগুলোর শিক্ষকবৃন্দের ভূমিকা কোচিং সেন্টার ও প্রাইভেট টিউটরদের কাছে ধীরে-ধীরে গৌণ হয়ে উঠছে। এসব বিষয় মাথায় রেখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সরকারী বিধিসম্মত নজরদারি ও শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিকতা আরো উন্নত করার তাগিদ দিয়েছেন পর্যবেক্ষক মহল। নইলে শূন্য পাসের হারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিলীন করা অদূরভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে অভিভাবক মহলকেও আরো সচেষ্ট হবার তাগিদ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। এখনো লেখাপড়াকে গরীবের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সরকারী কোন বাস্তব ভূমিকাও লক্ষণীয় নয়।